ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ১৩তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ।। ০৯ জুন ২০২২
সময় : সকাল ১১.৩০ টা
স্থান : হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন ওয়ার্ড নং-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আফছার উদ্দিন খান। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

সভাপতি জানান, জাতিসংঘে ০৭টি শহরকে নিয়ে MMC (Mayor Migration Council) গঠন করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র উক্ত কাউন্সিলে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবে। উক্ত কাউন্সিলে জাতিসংঘ কর্তৃক ফান্ড প্রদান করা হবে। ফান্ড দ্বারা ঢাকা শহরে আগত বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য ঘর নির্মাণ হবে এবং তাদের সন্তানদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করা হবে।

সভাপতি জানান, ডিএনসিসি'র জন্য ICM (Integrated Corridor Management) project হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে (SOFT LOAN) ৩০ বছরের জন্য ১২৭৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হবে । উক্ত প্রকল্পের আওতায় রাস্তা, প্রধান সড়কের সাথে অন্যান্য রোডের সমন্বয়, পাবলিক পরিবহনের উন্নয়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বাইসাইকেল লেন করা হবে।

তিনি আরও জানান Bloomberg Philanthropies এর মাধ্যমে ৩ বছরের প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের সময়কাল ২০২৩-২০২৬ সাল। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক অবকাঠামো/নিয়মকানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সভাপতি জানান, জলাবদ্ধতার সমস্যা দূরীকরণে ১০টি অঞ্চলে QRT (Quick Response Team) গঠন করা হয়েছে। সব ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে সব সময় প্রস্তুত থাকবে এই টিম।

সভাপতি ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টারের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকার ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার নির্দেশনা মোতাবেক অপসারনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি অনুরোধ করেন।

তিনি বলেন, ডিএনসিসিতে ট্যাক্স সমতায়ন করা হবে। ২০০৮ সালের রেট চার্ট অনুসারে ট্যাক্স সমতায়ন করা হবে। আগামী ০১ জুলাই ২০২২ থেকে ট্যাক্স সমতায়ন শুরু হবে। অর্থ ও স্থায়ী কমিটিকে ট্যাক্স সমতায়নের ব্যাপারে ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি জানান যে, হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ৯০ জন দক্ষ

শ্রমিক (কম্পিউটার জ্ঞান সম্পন্ন) আউটসোর্সিং এর মাধ্যেমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছারাও তিনি বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ কর তফসিল,২০১৬ এর বিধান মতে ২৭% হারে হোল্ডিং কর আরোপের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সভাপতি জানান যে, DNCC এর মার্কেটগুলোকে আধুনিকায়ণ করা হলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। তিনি বিশেষত গুলশান-১, গুলশান-২, ৮১ গুলশান এভিনিউ (ভান্ডার অফিস) টাউনহল মার্কেটসহ অন্যান্য মার্কেটসমূহ, অমীমাংসিত বাণিজ্যিক ভবন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং ভাবিষ্যতে DNCC এর কোন অবকাঠামো (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে) করা হলে "ঢাকা সিটি করপোরেশন (উদ্যোগী সংস্থার অর্থায়নে বহুতল বাণিজ্যিক বা আবাসিক ভবন নির্মাণ ও দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর) বিধিমালা, ২০০৫" অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, ঈদ উল আজহায় কোরবানীর জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডে (যেখানে প্রযোজ্য) প্যান্ডেল করে দেয়া হয়। যে সকল কাউন্সিলরগণ নির্দিষ্ট জায়গায় কোরবানী সম্পন্ন করতে পারবেন তাদের পুরষ্কৃত করা হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে ০৫ থেকে ০৭ টি স্থান নির্ধারণ করে ওয়ার্ডের সকল কোরবানী উক্ত জায়গায় সম্পন্ন করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণের জন্য গাড়ি, কোরবনীর মাংস পরিবহনের জন্য গাড়ি এবং বসার জন্য জায়গা করে দেয়া হবে। সকল ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানী দেয়ার জন্য মাইকিং এবং প্রচার প্রচারনা চালাতে হবে।

অতপরঃ সচিব সভাপতির অনুমতিক্রমে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।
আলোচনা	:	বিগত ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় ২য় পরিষদের ১২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ১২তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	২য় পরিষদের ১২তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
আলোচনা	:	বিগত ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১২তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১২তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**ডিএনসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-৬, ৭ ও ৯ এর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাড়ি ভাড়ার প্রস্তাব কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা		প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, ডিএনসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয় অঞ্চল-৬, অঞ্চল-৭ ও অঞ্চল-৯ এর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে: "বাড়িটি সিটি কর্পোরেশনের মতো পাবলিক অফিসের জন্য অফিস হিসেবে ব্যবহারের

		উপযুক্ত। সরকারি অফিস হিসেবে বেসরকারি বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে আগ্রহপত্রে দাখিলকৃত দর বেশী হওয়ায় প্রস্তাবিত দর ডিএনসিসি'র বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করে জনাব জিয়াউর রহমান পাটওয়ারী , বাড়ি নং-৫০, রাস্তা নং-৬/সি, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত আগ্রহপত্র অনুযায়ী তার বাড়িটির ৫টি ফ্লোর (দ্বিতীয় থেকে ৬ষ্ঠ তলা), বেজমেন্ট, পার্কিংসহ আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-০৬ এর অফিস হিসেবে ভাড়া নেয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হলো।" ডিএনসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয় অঞ্চল-৬, অঞ্চল-৭ ও অঞ্চল-৯ এর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশমতে বাড়ি নং-৫০, রাস্তা নং-৬/সি, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা অঞ্চল-৬ এর আঞ্চলিক কার্যালয় হিসেবে ভাড়া নেয়ার প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত		জনাব জিয়াউর রহমান পাটওয়ারী , বাড়ি নং-৫০, রাস্তা নং-৬/সি, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত আগ্রহপত্র অনুযায়ী তার বাড়িটির ৫টি ফ্লোর (দ্বিতীয় থেকে ৬ষ্ঠ তলা), বেজমেন্ট, পার্কিংসহ আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-০৬ এর অফিস হিসেবে ভাড়া নেয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত (দক্ষিণ পূর্ব পাড়ার চৌধুরী বাড়ী হইতে বিমান বাহিনীর দেয়ালের পাশ দিয়ে পূর্ব-উত্তর দিকে বিমান বাহিনীর কালভার্ট পর্যন্ত) ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার জমি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তর প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, রাস্তার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত জমিটি ওয়ার্ড নং-৫২, সিভিল এভিয়েশন বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন বাউনিয়া মৌজা, সিটি জরিপ দাগ নং-১৮৯১৪ (আংশিক), ১৮৯১৫ (আংশিক), ২৫৭৩১ (আংশিক) ও ২৫৭৪৪ (আংশিক) অবস্থিত। প্রস্তাবিত হস্তান্তরিত ভূমির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	হস্তান্তরকারীর নাম ও ঠিকানা	মৌজার নাম	আর.এস দাগ নং	মহানগর দাগ নং	হস্তান্তরিত ভূমির পরিমান (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ)
০১	জমির আলী		৯০৪১	১৮৯১৩	৩৬´×১২´=৪৩২ বর্গফুট
০২	সামসুদ্দিন		৯০৪১	১৮৯১৪	১৪২´×১২´=১৭০৪ বর্গফুট
০৩	জালাল উদ্দিন		৯০৪১	১৮৯১৫	১৪৪´×১২´= ১৭২৮ বর্গফুট
০৪	হানিফ		৯০৬৬	২৫৭৩১	১৩০´×১২´=১৫৬০ বর্গফুট
০৫	আব্দুল আজগর		৯০৬৬	২৫৭৪৪	৭৩´×১২´=৮৭৬ বর্গফুট
০৬	জবেদ আলী গং		৯০৬৬	২৫৭৪৫	৯০´×১২´=১০৮০ বর্গফুট
০৭	জবেদ আলী গং		৯০৬৬	২৫৭৪৬	২১০´×১২´=২৫২০ বর্গফুট
০৮	জবেদ আলী গং		৯০৬৬	২৫৮৪৭	৪৭´×১২´= ৫৬৪ বর্গফুট
০৯	আব্দুর রাজ্জাক গং		৯০৬৬	২৫৮৪৮	৩৯´×১২´= ৪৬৮ বর্গফুট ৩৮´×৬´=২২৮ বর্গফুট
১০	আব্দুর রাজ্জাক		৯০৬৭	২৫৮৪৯	৫২´×৬´=৩১২ বর্গফুট
১১	জাহানারা বেগম	বাউনিয়া	৯০৬৭	২৫৮৫০	৫৭´×৬´=৩৪২ বর্গফুট
১২	রাবেয়া খাতুন		৯০৬৭	২৫৮৫১	৭৯´×৬´=৪৭৪ বর্গফুট
১৩	আব্দুল মোতালেব		৯০৬৭	২৫৮৫৪	২৭´×৬´=১৬২ বর্গফুট
১৪	আইনুন নাহার		৯০৬৭	২৫৮৫৫	২৭´×৬´=১৬২ বর্গফুট
১৫	মাহফুজা বেগম		৯০৬৭	২৫৮৫৬	৫৫´×১২´=৬৬০ বর্গফুট ১৪´×৬´=৮৪ বর্গফুট
১৬	কবির হোসেন		৯০৬৭	২৫৮৫৭	৩৫´×১২´=৪২০ বর্গফুট
১৭	কবির হোসেন গং		৯০৬৭	২৫৮৫৮	৪২´×১২´=৫০৪ বর্গফুট
১৮	জীবন চন্দ্র সুত্রধর		৯০৬৭	২৫৮৫৩	১১৭´×১২´=১৪০৪ বর্গফুট ৮৮´×১২´=১০৫৬ বর্গফুট
১৯	জব্বার খান		৯০৬৭	২৫৮৩৩	১৩৬´×১২´=১৬৩২ বর্গফুট
২০	আবরিক আনসা		৯০৬৯	২৫৮৩২	৭২´×১২´=৮৬৪ বর্গফুট
				মোট =	১৯২৩৬ বর্গফুট
					সর্বমোট= ১৯২৩৬ বর্গফুট বা ০.৪৪১৬ একর (কম/বেশী)।

		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত (দক্ষিণ পূর্ব পাড়ার চৌধুরী বাড়ী হইতে বিমান বাহিনীর দেয়ালের পাশ দিয়ে পূর্ব-উত্তর দিকে বিমান বাহিনীর কালভার্ট পর্যন্ত) ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার জমি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত (দক্ষিণ পূর্ব পাড়ার চৌধুরী বাড়ী হইতে বিমান বাহিনীর দেয়ালের পাশ দিয়ে পূর্ব-উত্তর দিকে বিমান বাহিনীর কালভার্ট পর্যন্ত) ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার জমি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের বিষয়টি সর্বসম্মতক্রমে অনুমোদন করা হয়।
বাস্তবায়ন		প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন গং কর্তৃক ওয়ার্ড নং- ২২ এর অন্তর্ভুক্ত মৌজা- উলুন, সিটি জরিপ দাগ নং-৮০১৬/৮০৮৪, ৮০১৯, ৮০১৮, ৮০১৭, ৮০১৮, ৮০১৬ দাগের ৫৩৪৫.৫৫ বর্গফুট জায়গার মালিকানা কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তর প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত জমিটি ওয়ার্ড নং- ২২ এর অন্তর্ভূক্ত সিটি জরিপ দাগ নং- ৮০১৬/৮০৮৪, ৮০১৯, ৮০১৮, ৮০১৭, ৮০১৮, ৮০১৬ দাগের ৫৩৪৫.৫৫ বর্গফুট জায়গাটি উলুন মৌজায় অবস্থিত। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাবিত জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

ক্রঃ নং	হস্তান্তরকারীগণের নাম ও ঠিকানা	প্রস্তাবিত হস্তান্তরকৃত জায়গার খতিয়ান ও দাগ নং				হস্তান্তরকৃত জমির পরিমাণ (দৈঘ্য X প্রস্থ)
		খতিয়ান নং	আর,এস দাগ নং	খতিয়ান নং	মহানগর দাগ নং	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	মোঃ জাহাঙ্গীর, সাং-খড়িমা, পোঃ-খড়িমা, থানা-শিবপুর, জেলা-নরসিংদী।	৪৯৪	২৮৬১ ও ২৮৬২	১০০২	৮০১৬ ৮০৮৪	৩৮ X ২০ = ৭৬০ বর্গফুট
২.	মোঃ মাহবুবার রহমান খান, সাং-১৭/এ, শান্তিবাগ, ফ্ল্যাট নং-৫/এ-২, ভবন নং-১, ডাকঘর-শান্তিনগর, থানা-শাহজাদপুর, জেলা-ঢাকা	৪৯৪	২৮৬১ ও ২৮৬২	১৬১২	৮০১৬ ৮০৮৪	৩৮ X ২০ = ৭৬০ বর্গফুট

৩.	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সাং-সিলিমপুর, পোঃ-বাংড়া, থানা-কালীহাতি, জেলা-টাঙ্গাইল।	৪৯৪	২৮৬১ ও ২৮৬২	২০৮৭	৮০১৬ ৮০৮৪	৩৮ X ১৮'-৮" = ৭০৯.৪৬ বর্গফুট
৪.	মাজেদুল ইসলাম, সাং-গোয়ালগঞ্জ, পোঃ-তিরনই হাট, থানা-তেতুলীয়া, জেলা-পঞ্চগড়।	৪৯৪	২৮৬১ ও ২৮৬২	১৫৬৬	৮০১৬ ৮০৮৪	৩৮ X ১৫'-৫" = ৫৮৫.৯৬ বর্গফুট
৫.	মোঃ আব্দুল কাইউম, সাং-রানীনগর, পোঃ-বাইনগর, থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-নবাবগঞ্জ।	৪৯৪	২৮৬১ ও ২৮৬২	২৩৪	৮০১৬ ৮০৮৪	৩৪ X ১০'-১১" = ৩৭১.২৮ বর্গফুট ১২ X ৮'-৬" = ১০২ বর্গফুট
৬.	মোঃ মিজানুর রহমান সাং-পূর্বপাড়া, পোঃ-রিকাবী বাজার, থানা- মুন্সিগঞ্জ, জেলা- মুন্সিগঞ্জ	৫১৫	২৮৬৪	৭৩৪৩ ও ৭৩৪৪	৮০১৯ ও ৮০১৮	১৭'-৬'' X ২ = ১৭.৫ বর্গফুট ৫ X ২'-৪" = ১১.৬৫ বর্গফুট
৭.	মোঃ আব্দুল মান্নান ও মোসাম্মৎ লুৎফা বেগম, সাং-সুলচর, থানা-টঙ্গীবাড়ী, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।	৫১৫	২৮৬৩ ও ২৮৬৪	৩৪৫	৮০১৮	৪০ X ৪'-৭" = ১৮৩.২০ বর্গফুট
৮.	মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং-আটিগাঁও, পোঃ-আটিগাঁও, থানা-লৌহজং, জেলা-মুন্সিগঞ্জ।	৫১৫	২৮৬৩, ২৮৬৪ ও ২৭৩৭	৮৭৩৭	৮০১৭ ৮০১৮	২২ X ৯'-৩'' = ২০৩.৫০ বর্গফুট ১২ X ৬'-৬" = ৭৮ বর্গফুট
৯.	মোঃ কামাল হোসেন, সাং-২৩৮ লালবাগ রোড, পোঃ-পোস্তা, থানা-লালবাগ, জেলা-ঢাকা।	৫১৫ ও ৯৬৮	২৮৬৩ ও ২৮৬০	৩৯১৮ ও ৩৬৩০	৮০১৭ ও ৮০১৬	৫৫ X ১৬'-৬'' = ৯০৭.৫০ বর্গফুট ৩৪'-৬'' X ১৯ =৬৫৫.৫০বর্গফুট

উল্লেখ্য, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন গং, সাং- ২১৮/৫-ক, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ওয়ার্ড নং- ২২ এর অন্তর্ভূক্ত মৌজা-উলুন, সিটি জরিপ দাগ নং- ৮০১৬/৮০৮৪, ৮০১৯, ৮০১৮, ৮০১৭, ৮০১৮, ৮০১৬ দাগের অংশে রাস্তার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে ৩০০ (তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারাইডজকৃত অঙ্গীকারনামা দাখিল করেছেন।

		এমতাবস্থায়, ওয়ার্ড নং-২২ এর অন্তভূক্ত মৌজা-উলুন, সিটি জরিপ দাগ নং-৮০১৬/৮০৮৪, ৮০১৯, ৮০১৮, ৮০১৭, ৮০১৮, ৮০১৬ দাগের ৫৩৪৫.৫৫ বর্গফুট ব্যাক্তিমালিকানাধীন ভূমি রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত		রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন গং কর্তৃক ওয়ার্ড নং- ২২ এর অন্তর্ভূক্ত মৌজা- উলুন, সিটি জরিপ দাগ নং-৮০১৬/৮০৮৪, ৮০১৯, ৮০১৮, ৮০১৭, ৮০১৮, ৮০১৬ দাগের ৫৩৪৫.৫৫ বর্গফুট জায়গার মালিকানা কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।
বাস্তবায়ন		প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৩ এর ২১ নং ওয়ার্ডের "প্রগতি সরণির পূর্ব পার্শ্বের অংশ" অঞ্চল-১০ এর ৩৭ ও ৩৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্তকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৩ এর ২১ নং ওয়ার্ডের "প্রগতি সরণির পূর্ব পার্শ্বের অংশ" অঞ্চল-১০ এর ৩৭ ও ৩৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে: 'প্রগতি সরণির (প্রধান সড়ক) পূর্ব পার্শ্বের অংশ' যাহা অঞ্চল-৩ এর ২১ নং ওয়ার্ডের অংশ;উক্ত অংশ অঞ্চল-১০ এর ৩৭ নং ওয়ার্ড ও ৩৮ নং ওয়ার্ডে আওতাভূক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়" কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৩ এর ২১ নং ওয়ার্ডের "প্রগতি সরণির পূর্ব পার্শ্বের ০২ টি ক্ষুদ্র অংশ (small narrow strip) অঞ্চল-১০ এর ৩৭ ও ৩৮ নং ওয়ার্ডের সাথে একত্রীকরণ করে এই তিনটি ওয়ার্ডের সীমানা সমন্বয় করার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন		প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ-০৭	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাপতির অনুমতিক্রমে বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জানান, স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২১ এর সহিত পঠিত তৃতীয় তফসিলের ক্রমিক নং (১),(১৬) ও (১৭) এবং সপ্তম তফসিলের ক্রমিক নং (২১), এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় ভূমি উন্নয়ন, ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণ প্রবিধান, ২০২২ (খসড়া)" প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রবিধানের উদ্দেশ্য হলো, পরিকল্পিত নিরাপদ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভূমি উন্নয়নের অনাপত্তি প্রদান, ভূমি উন্নয়ন, ইমারত নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণের বিধানাবলীর প্রতিপালন করা। তিনি প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রবিধানটি অনুমোদনের জন্য ১৩তম কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তরিত পর্যালোচনা শেষে সভায় উত্থাপিত খসড়া প্রবিধান অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (পরিশিষ্ট-খ) । বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, জনাব ফরিদ আহমেদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫২ বলেন, আলোচ্যসূচি-৪ এর রাস্তা হস্তান্তরের বিষয়টি তাঁর ওয়ার্ডের। তিনি ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসেবে বিষয়টি অবগত নন। জনস্বার্থে বিষয়টি পাশ করার অনুরোধ করেন এবং সেই সাথে পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে জানিয়ে সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫৩ বলেন, আঞ্চলিক কার্যালয় চিরদিন ভাড়ায় চলতে পারেনা। তার ওয়ার্ডে দিয়াবাড়ী মেট্রোরেল স্টেশনের সাথে ১ একর ১০ শতাংশ খাস জমি আছে। আঞ্চলিক কার্যালয় করার জন্য উপযুক্ত জায়গা। তিনি উক্ত জায়গায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের অনুরোধ জানান।

জনাব সৈয়দ হাসান নুর ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ বলেন, আসাদ গেইটের রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের জন্য বড় বড় ড্রেন করে দেয়া হয়েছে কিন্তু কোন কানেকটিভিটি না দেয়ার ফলে লালমাটিয়ায় পানি জমে। ঠিকাদারদের অসহযোগীতার জন্য তাদের কাজ মনিটরিং করা যায় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, তাঁর ওয়ার্ডে গত বছর প্রায় ২৫ হাজার গরু কোরবানী হয়েছে। বেশীর ভাগ গরু যার যার বাড়ীর ভিতরে কোরবানী করা হয়েছে। এত সংখ্যক পশু এক জায়গায় কোরবানীর ব্যবস্থা করা তার ওয়ার্ডে সম্ভব না বলে জানান।

জনাব ডি.এম শামীম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫০ বলেন, দীর্ঘদিন যাবত তাঁর ওয়ার্ডের সীমানার শেষের দিকে পানি জমে আছে। জনগণ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন করা দরকার। এছাড়াও তিনি নতুন ওয়ার্ডসমূহে পানি নিষ্কাশন, রাস্তা ও সড়ক বাতির ব্যবস্থা দ্রুত করার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব শামীম হাসান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-২৬ বলেন, বার্থ সার্টিফিকেটের সংশোধনের জন্য ডিসি অফিস যেতে হয়। আমলাতান্ত্রীক জটিলতা দূর করা প্রয়োজন। ঠিকাদারদের কাজ মনিটরিং করার জন্য কাউন্সিলরগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব শেখ মোহাম্মদ হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৪ বলেন, তাঁর ওয়ার্ডের পানি নিষ্কাশনের একটি অংশ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পড়েছে। তার ওয়ার্ডের বরাদ্দকৃত টাকা থেকে ড্রেনের কাজ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদনের দেরির জন্য কাজটি এখনো করতে পারছেন না। এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭ বলেন, নির্দিষ্ট জায়গায় কোরবানীর জন্য এলাকার মসজিদ মাদ্রাসার ইমামদের সচেতন করতে হবে। যেন তারা সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত জায়গা ছাড়া কোরবানী না করেন। তাঁর ওয়ার্ডে নির্ধারিত ৩টি স্থানে কোরবানীর পশু জবেহ করার জন্য নির্ধারিত করা সম্ভব বলে তিনি জানান।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৩১ বলেন, মার্কেট নিয়ে যে সকল ওয়ার্ডে মামলা আছে কাউন্সিলরগণের সহায়তা নিলে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

জনাব মোঃ লিয়াকত হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২২ বলেন, সিটি কর্পোরেশনের কাজের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা রয়েছে। এছাড়াও তিনি বনশ্রী প্রজেক্ট, মহাগনর প্রজেক্ট অবৈধভাবে বিভিন্ন চলাচলের রাস্তায় বেরিক্যাড দিচ্ছে উল্লেখ করে দ্রুত এসব বেরিক্যাড সরানোর প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ সলিমউল্লাহ (সলু), কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯ জানান তার ওয়ার্ডের কৃষি মার্কেটের ১৮ বিঘা জমিতে মাত্র ১৭০ টি দোকান রয়েছে। তিনি নিজ উদ্যোগে ২০ তলা মার্কেট করার প্রস্তাব করেন।

জনাব মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৩ খিলগাও তালতলা সিটি সুপার মার্কেটে ডেভেলপার দ্বারা মার্কেট করার প্রস্তাব করেন। মালিবাগ কমিউনিটি সেন্টার থেকে তালতলা মার্কেট পর্যন্ত শহীদ বাকী সড়কের সীমানা এলাকায় ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন

ডিভাইডার স্থাপনের কাজ চলছে মর্মে উল্লেখ করেন।

জনাব জাকিয়া সুলতানা, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১৭ বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসন স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে প্রচুর কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। ৪৭, ৪৮ ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পানি ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে নিষ্কাশন হয়। পানি নিষ্কাশনের জন্য ৪৯ ওয়ার্ডে বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানান।

জনাব সাহিদা আক্তার শীলা, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-০২ বলেন, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে নীচু এলাকা। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। রাস্তা সংস্কার ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬ তাঁর ওয়ার্ডের বাজার স্থাপন এবং ইস্টার্ন হাউজিং এর বিষয়ে জানানোর অনুরোধ করেন। ইস্টার্ন হাউজিং এর রাস্তাঘাট বেহাল অবস্থা। মেয়র মহোদয়কে পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি বলেন, মশক নিধনের অধিকাংশ মেশিন অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানোর পরও মেশিনগুলো সংস্কার করা হয়নি। তিনি বলেন, কাউন্সিলরগনকে অবহিত করে ট্যাক্স এসেসমেন্ট করলে ট্যাক্স বৃদ্ধি পাবে।

জনাব কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩ বলেন জলাবদ্ধতা বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য। প্যারিস রোড খালটি বাইশটেকি হয়ে এখনো পরিষ্কার করা হয়নি, জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। W-10 প্যাকেজের মেয়াদ ৩১ জুন শেষ হবে। এভিনিউ-৫, ১৮ নম্বর রোডে ইমাম বারা রাস্তার উপরে হওয়ার উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। ইমাম বারাটি দ্রুত অপসারনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। W-13 প্যাকেজে উন্নয়নমূলক কাজ ৩ নম্বর রোডের ১৫ নম্বর বাড়ীর মালিকের মামলার জন্য শেষ করা যাচ্ছে না মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। ১১ নম্বর বাজার প্লান করে করলে রেভিনিউ বাড়ানো সম্ভব বলে তিনি বলেন।

জনাব শেখ সেলিম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৮ তাঁর ওয়ার্ডের পূর্বাচল সড়কটির উন্নয়নমূলক কাজ করার অনুরোধ জানান। এ রাস্তাটি না করা পর্যন্ত অন্য কোন রাস্তার উদ্বোধন না করার অনুরোধ জানান।

জনাব আইয়ুব আনছার মিন্টু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪২ তাঁর ওয়ার্ডে রাস্তার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানান। কিন্তু রাস্তায় সোয়ারেজ ড্রেনেজের ব্যবস্থা নেই। রাস্তা করার সময় সোয়ারেজ ড্রেনেজ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, যে রাস্তাটির কাজ শেষ হবে সে রাস্তা যাতে বারবার কাটা না হয়।

জনাব হুমায়ুন রশিদ জনি, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজে ঠিকাদারদের বিল দেওয়ার আগে কাউন্সিলরদের কাছ থেকে মন্তব্য নেয়ার বিষয়টি চালু করার অনুরোধ জানান। পরিবেশের কথা চিন্তা করে শহরে পর্যাপ্ত গাছ লাগানোর কথা বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। প্রয়োজনে এ জন্য পৃথক বিভাগ করার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব শাহিন আক্তার সাথী, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১১ বলেন, তার ওয়ার্ডের রামচন্দ্রপুর খালের উপরে বাশের ব্রিজ ব্যবহার করে জনগণ চলাচল করে। সে জায়গায় একটি স্থায়ী ব্রিজের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব হামিদা আক্তার মিতা, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১০ বলেন, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে যে খাল উদ্ধার করা হয়েছে তা দখল শুরু হয়েছে। দ্রুত উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

		জনাব মোঃ ইসমাইল মোল্লা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩ জলাবদ্ধতা নিরসনে ১৩-১৪ নম্বর ওয়ার্ডে পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঈদের সময় প্যান্ডেল করার জন্য বরাদ্দকৃত টাকাগুলো মসজিদ কমিটিকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। রাস্তার এলইডি লাইট গুলো কেটে গেলে দ্রুত পরিবর্তন করা হয় না মর্মে উল্লেখ করেন। হ্যান্ড মেশিনের সল্পতা রয়েছে উল্লেখ করে হ্যান্ড মেশিন প্রদানের অনুরোধ করেন। এছাড়াও রাজস্বের তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত ৯০ জনের বিষয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, ৬০ ফিট রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিলো শেখ কামাল স্বরণি কিন্তু গুগলে কামাল স্বরণি হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। বিষয়টি সমাধান করার অনুরোধ জানান। জনাব রাজিয়া সুলতানা (ইতি), কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-০৫ বলেন বেশী বৃষ্টির সময় প্রধান সড়কের সড়ক বাতিগুলো হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে জনগণ বিপাকে পড়ে উল্লেখ করে এ সমস্যার সমাধানের অনুরোধ জানান। ওয়ার্ড-১০ এর মিরপুর দারুস সালাম ও আদাবর মসনুরাবাদ এলাকায় ড্রেনের পানি দিয়ে জলাবদ্ধতা হয়, ফলে প্রচুর মশা হয়। এ জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য অনুরোধ জানান। দারুস সালাম হতে আদাবর মসনুরাবাদ পর্যন্ত একটা কালভার্ট করার বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। জনাব জয়নাল আবেদীন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৫ নতুন এলাকার আবাসিক ট্যাক্স গ্রহণ আপাতত বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। কমার্শিয়াল/ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গা থেকে ট্যাক্স গ্রহণের অনুরোধ জানান। বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভাপতি বলেন, সম্মানিত কাউন্সিলরদের সাথে বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগনের সমন্বয় বাড়াতে হবে। ওয়ার্ড সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের আগে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরকে অবগত করার অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, নতুন ওয়ার্ডসমূহের জন্য ড্রেন জরুরি। সেনাবাহিনীকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী কাজ আরম্ভ করেছে। এছাড়াও তিনি হাউজিং সোসাইটিগুলোর সাথে উদ্ভুত সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরগণ সভা করে সমাধান করার অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, সিটি কর্পোরেশেনের ৭০ বিঘা জমির উপর নির্মিত ৩৭টি মার্কেট থেকে বার্ষিক আয় খুবই কম। মার্কেটগুলোর সমস্যা দ্রুত সমাধান করে আধুনিকায়ন করা হলে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। তিনি মার্কেটগুলো নিয়ে নতুনভাবে পরিকল্পনা করার অনুরোধ করেন। সভাপতি কর্পোরেশন সভায় উত্থাপিত সম্মানিত কাউন্সিলদের বিভিন্ন সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানিত কাউন্সিলরদের সঙ্গে সভা করে দ্রুত সমাধান করার নির্দেশনা প্রদান করেন। স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে নিয়োমিত সভা করার জন্য অনুরোধ করেন। পদ্মাসেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠান যাতে ওয়ার্ডের জনগণ সুন্দর ভাবে উপভোগ করতে পারে সে জন্য ঐচ্ছিক তহবিল হতে প্রত্যেক সম্মানিত কাউন্সিলরের অনুকুলে ২৫,০০০(পচিঁশ হাজার) টাকা করে প্রদানের জন্য সভাপতি প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত	:	১ স্বপ্নের পদ্মাসেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠান যাতে ওয়ার্ডের জনগণ সুন্দর ভাবে উপভোগ করতে পারে সে জন্য ঐচ্ছিক তহবিল হতে প্রত্যেক সম্মানিত কাউন্সিলরের অনুকুলে ২৫,০০০(পচিঁশ হাজার) টাকা করে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। — প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

	২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় ভূমি উন্নয়ন, ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণ প্রবিধান, ২০২২ (খসড়া) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ
	৩	ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকার অনুমোদনহীন ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ২। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ৩। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
	৪	ক। ডিএনসিসি'র আওতাধীন এরিয়ার হোল্ডিং ট্যাক্স সমতায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ। বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ কর তফসিল,২০১৬ এর বিধান মতে ২৭% হারে হোল্ডিং কর আরোপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
	৫	হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ৯০ জন দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করতে হবে। উক্ত জনবল ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে সভা করে করনীয় সম্পর্কে অবহিত করবেন।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
	৬	গুলশান-১, গুলশান-২, ৮১ গুলশান এভিনিউ (ভান্ডার অফিস) টাউনহল মার্কেটসহ অন্যান্য মার্কেটসমূহ, অমীমাংসিত বাণিজ্যিক ভবন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং ভাবিষ্যতে DNCC এর কোন অবকাঠামো (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে) করা হলে "ঢাকা সিটি করপোরেশন (উদ্যোগী সংস্থার অর্থায়নে বহুতল বাণিজ্যিক বা আবাসিক ভবন নির্মাণ ও দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর) বিধিমালা, ২০০৫" অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী
	৭	ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার জমি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলরের মতামত গ্রহন করতে হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০- ৪৬০ তারিখ: ৩০/০৬/22

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল .... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা .... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১৬. অফিস কপি।

৩০/০৬/2022

মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।